ইকবাল খন্দকার

রহস্যময় রেলব্রিজ

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

এক

আজ ডাকাত ধরা হবে।

এলাকাবাসী তাই ওত পেতে আছে রাস্তার পাশে।

সবার হাতেই একটা করে ধারালো রামদা।

ব্যতিক্রম শুধু মুসা ভাই। তিনি এক রামদায়ের উপর ভরসা রাখতে পারেননি। তাই নিয়ে এসেছেন দুটো। অথচ একটা রামদায়ের ওজনই প্রায় দশ কেজি। বহন করা কঠিন। ঠিকমতো শত্রুর উপর চালানো তো আরও কঠিন। একটু এদিক-সেদিক হলে কোপ লেগে যায় নিজের গায়ে। তবে মুসা ভাইয়ের কথা ভিন্ন। তার শরীরে পালোয়ানের মতো শক্তি। রামদা চালানোর কাজে তিনি দারুণ দক্ষ। কেউ কেউ বলে– প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

যারা 'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত' বলে, তারা কেউই অহেতুক কথা বলার মানুষ না। সমাজে তাদের আলাদা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তার মানে রামদা চালানোর ব্যাপারে মুসা ভাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, এই কথাটা তারা অনুমানে না, বরং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই বলে থাকেন। কিন্তু এসব কাজে কোনো ভালো মানুষ কি প্রশিক্ষণ নেয়? ডাকাতরা নিতে পারে। সন্ত্রাসীরা নিতে পারে। অথচ মুসা ভাই একজন নিপাট ভদ্রলোক। লেখাপড়াও কম করেননি। তিনি কেন নেবেন?

প্রশ্নটা মুসা ভাইকে বিভিন্নজন বিভিন্ন সময় করলেও উত্তর আদায় করতে পারেনি। তিনি নানা অজুহাতে পাশ কাটিয়ে গেছেন। আর রহস্যজনক হাসি হেসেছেন কোনো কোনোবার। তাই সবার মধ্যে এই ধারণা তৈরি হয়েছে– ব্যাপারটা গোপনীয়। রহস্যজনকও বটে। তবে গুজব রটনাকারীরা কিন্তু থেমে নেই। তারা আগেও বলছিল, এখনও বলছে– মুসা ভাই একসময় ডাকাত দলের সদস্য ছিলেন। আর দলের প্রয়োজনেই তিনি দুই হাতে দুই রামদা চালানোর প্রশিক্ষণটা নিয়েছিলেন।

গুজবটা মুসা ভাইয়ের কানেও এসেছে। কিন্তু তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। মানুষ তাই ধরে নিয়েছে– নীরবতা সম্মতির লক্ষণ। অর্থাৎ মুসা ভাই ঠিকই একসময় ডাকাত দলের সদস্য ছিলেন। তবে তার মতো এমন ভদ্র এবং শিক্ষিত একজন মানুষ কেন কুপথে পা বাড়াবেন, এই প্রশ্নের উত্তর নেই কারো কাছে। যারা প্রথম প্রথম উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছিল, তারা এখন ক্লান্ত। তবে মুসা ভাই আগে যেমন উদ্যমী ছিলেন, এখনও তেমন উদ্যমীই আছেন। ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তার উদ্যম এখন আরেকটু বেড়েছে।

মুসা ভাই ভালো একটা কোম্পানিতে চাকরি করেন। বড় পদ। ছুটিছাটা পান না বললেই চলে। যে কারণে বাড়ি আসতে পারেন কেবল দুই ঈদে। এর মধ্যে কাছের কেউ মারা গেলেও কাজের চাপের জন্য তাকে অফিসেই আটকে থাকতে হয়। বাড়ি আর আসা হয় না। অথচ যেই তাকে বলা হলো ডাকাত ধরতে হবে, তিনি কীভাবে কীভাবে যেন ছুটির ব্যবস্থা করে ফেললেন। আর চলে এলেন গ্রামে। ভরপুর উদ্যম না থাকলে কেউ এমনটা করতে পারে না।

মুসা ভাইয়ের উদ্যম দেখে গ্রামের অনেক অলস মানুষও উদ্যমী হয়ে উঠেছে। আলকাস ভাইয়ের কথাই ধরা যাক। কী যে ঘুমকাতুরে

তিনি! পারলে সারাদিনই পড়ে থাকেন বিছানায়। আর সন্ধ্যার পর তাকে আটকায় কে! খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে শুয়ে পড়েন এবং নাক ডাকানোর শব্দে সবাইকে অতিষ্ঠ করে তোলেন। মশা কামড়ালো নাকি বাঘ কামড়ালো, ওসব নিয়ে ভাবেন না। কেউ ডেঙ্গুর ভয় দেখালে তিনি বলেন– জ্বর কিন্তু খুব ভালা জিনিস। এই উসিলায় সারাদিন শুইয়া থাকা যায়। ঘুমান যায়। কেউ কিচ্ছু বলে না।

সবার ধারণা ছিল, ডাকাত ধরার আয়োজনের কথা শুনে আলকাস ভাই গা ঢাকা দেবেন। দূরে কোথাও হয়তো যাবেন না। তবে পাটাতনে উঠবেনই। তারপর টানা ঘুম। আলকাস ভাইকে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে আয়োজনটার কথা বলা হয়, তিনি হতাশায় ভেঙে পড়েন। রাগে খানিকটা জ্বলেও ওঠেন। বলেন– এইগুলা সিদ্ধান্ত কেডা নেয়? তাগো মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নাই নাকি? অ্যাই, ডাকাইত ধরা কি পাবলিকের কাজ? দেশে পুলিশ নাই?

পরদিনই আসল খবরটা পান আলকাস ভাই। জানতে পারেন মুসা ভাই আসছেন। এবার তিনি সুর পাল্টে ফেলেন। বলেন– নিজেদের কাজ নিজেদেরকেই করতে হইবো। পুলিশ পাবলিকের বন্ধু, সেইটা ঠিক আছে। তাই বইলা সব কাজ পুলিশের উপরে ছাইড়া দিলে তো চলবো না। কারণ, ডাকাইত ধরা পড়ার পরে সেইখানে দুর্নীতি হইতে পারে। ঘুষ পাইয়া ছাইড়া দিতে পারে। কিন্তু কাজটা যদি আমরা করি, দুর্নীতি হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। কেডা করবো দুর্নীতি? থাবড়ায়া চাপা ভাইঙ্গা ফালামু না?

মুসা ভাইয়ের নেতৃত্বে আলকাস ভাইরা খালপাড় এসেছেন রাত এগারোটার দিকে। কিন্তু এখন বাজে বারোটা দশ। অন্যদিন এই সময় আলকাস ভাই এমন গভীর ঘুমে থাকেন, গায়ের উপর দিয়ে হাতি হেঁটে গেলেও টের পান না। অথচ আজ দিব্যি চোখ-কান খোলা রেখে ডাকাতের জন্য অপেক্ষা করছেন। যদিও ইতোমধ্যে হাই তুলে

ফেলেছেন অনেকগুলো। আর প্রতিটা হাইয়ের সময়েই মুসা ভাই জিজ্ঞেস করেছেন ঘুম পেয়েছে কিনা। উত্তরে আলকাস ভাই বলেছেন– আরে না! কিসের ঘুম? আজকা কোনো ঘুমচুম নাই।

: ভাই! আলকাস ভাইয়ের চোখ বন্ধ হয়ে আসতে দেখে ডাকটা দেন মুসা ভাই।

: কী! কী!!

: না, না। কিছু না। এমনি ডাক দিলাম।

: বুঝছি, তুমি মনে করছিলা আমি ঘুমায়া যাইতাছি। আরে না, চোখে জানি কী পড়ছে। এই জন্য পাতা দুইটা বন্ধ করছিলাম।

: আজ কোনো ঘুমটুম হবে না, এটাই তো ফাইনাল, নাকি?

: অবইশ্যই।

: আলকাস ভাই, একটা কথা বলি। রাগ করবেন না।

: উল্টাসিধা কথা কইবা না তো?

: আরে না, উল্টাসিধা কথা বলবো কেন? আপনার সাথে কি আমার উল্টাসিধা কথা বলার সম্পর্ক? বড় ভাই মানুষ না আপনি?

: সেইটা ঠিক আছে। আবার এইটাও তো ঠিক, সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে।

: মানে?

: মানে হইলো, আমি খিয়াল করছি সবার দেখাদেখি তুমিও আমার ঘুম নিয়া ঠাট্টা-মশকরা করা শুরু করছো। যেইটা তুমি আগে কোনোদিন করো নাই। সঙ্গ দোষে যদি লোহা না ভাসতো, তাইলে এই বদভ্যাসটা তোমার হইত না।

মুসা ভাই হাসেন। কথা দেন, বদভ্যাসটা তিনি দূর করে ফেলবেন। তারপর বলেন– আপনাকে একটা প্রস্তাব দিই। আপনি যদি এটাকে ঠাট্টা-মশকরা মনে করেন, কষ্ট পাবো। প্রস্তাবটা হচ্ছে,

ডাকাত কখন আসে, তার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। আপনি এতক্ষণ শুধু শুধু কেন জেগে থাকবেন? এখানে ঘাস আছে। ঘুমিয়ে যান। ডাকাত আসামাত্র আমরা আপনাকে ডাক দেবো। আপনি রামদা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন।

: আবার কিন্তু তুমি মশকরা করলা।

: কী বলেন ভাই? মশকরা করবো কেন? সিরিয়াসলি বললাম।

: ঠিক তো?

: অবশ্যই ঠিক।

: তাইলে শুইলাম কিন্তু।

: অফকোর্স।

আলকাস ভাই আর সময় অপচয় করেন না। যেখানে বসে ছিলেন, সেখানেই শুয়ে পড়েন লম্বা হয়ে। আর শুরু করে দেন নাক ডাকানো। এর কিছুক্ষণ পরেই ডাকাত আসতে দেখেন মুসা ভাইরা। তাই তারা দাঁড়িয়ে পড়েন রামদা নিয়ে। কিন্তু আলকাস ভাই দাঁড়ান না। তাকে ডাক দিলে বেড়ে যায় তার নাক ডাকানো।

দুই

শত চেষ্টায়ও তোলা যায় না আলকাস ভাইকে।

তাই তাকে ঘুমে রেখেই এগিয়ে যান মুসা ভাইরা।

আর অবস্থান নেন নিরাপদ এবং সুবিধাজনক একটা জায়গায়।

তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা জানতে পারেন, মানুষগুলো ডাকাত না। বরং তাদের প্রতিবেশী। অর্থাৎ পাশের পাড়ার বাসিন্দা। তাদের উদ্দেশ্যও ডাকাত ধরা। আসলে ব্রিজটা দুই পাড়ার মানুষের কাছেই 'অমূল্য সম্পদ'। এই সম্পদকে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়ে ডাকাতরা ফায়দা লুটবে, তা তো হতে পারে না। তাই মুসা ভাইদের মতো তারাও দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেছে। ডাকাত দল যত বড়ই হোক, আজ ছাড়াছাড়ি নেই।

মুসা ভাই ব্রিজ পার হয়ে প্রতিবেশীদের কাছে যান। সবার সঙ্গে হাত মেলান। আর বলেন– আজকের এই ঘটনাই প্রমাণ করে, আমাদের মধ্যে বড় একটা গ্যাপ থেকে গেছে। যদি গ্যাপটা না থাকতো, তাহলে এখানে আমরা এভাবে আসতাম না। দুই পাড়ার লোকজন মিলে কয়েক দফা মিটিং করতাম, কীভাবে কী করা যায়, সেই ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতাম, তারপর আসতাম। যাকে বলে পরিকল্পনা মাফিক আসা।

: আমরা কিন্তু পরিকল্পনা না কইরা আসি নাই। ফজলু ভাই বলেন। তিনি ভূঁইয়াপাড়ার লোকজনের প্রতিনিধি। যে পাড়ার অবস্থান ব্রিজের পশ্চিমপাড়ে।

: আপনারা তো পরিকল্পনা করেছেন আপনাদের মতো। আর আমরা পরিকল্পনা করেছি আমাদের মতো। এটাকে বলে একক পরিকল্পনা বা এক পাক্ষিক পরিকল্পনা। কিন্তু আমি বলছিলাম যৌথ পরিকল্পনার কথা। যে পরিকল্পনাটা হতে পারতো দুই পক্ষের উপস্থিতিতে। যেহেতু দুই পক্ষেরই লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক। যা-ই হোক, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে আর কোনো গ্যাপ থাকবে না, এই ধরনের কোনো কাজে নামার আগে আমরা দুই পাড়ার লোকজন একসঙ্গে বসে পরিকল্পনা করে নেবো, এমনটা তো আশা করতেই পারি, নাকি?

: অবশ্যই। ভূঁইয়াপাড়ার লোকজনের সম্মিলিত উত্তর।

: অনেক কথা বলে ফেললাম। কাজের সময় বেশি কথা বলতে নেই। আমি তাহলে আমাদের লোকজনের কাছে ফিরে যাই। আগের মতো পজিশন নিয়ে দাঁড়াই। আর আপনারাও পজিশন নেন। তবে খুব সাবধান কিন্তু।

মুসা ভাই সালাম দেন। তারপর ব্রিজ পার হয়ে চলে আসেন নিজ পাড়ার লোকজনের কাছে। আর খোঁজ করেন আলকাস ভাইয়ের। তিনি এখনও ঘুমাচ্ছেন। মুসা ভাই তার মাথার কাছে বসেন। চুলে হাত বুলান, গালে হাত বুলান, ধাক্কাও দেন। ডাক তো দেনই। কিন্তু আলকাস ভাইয়ের ঘুম ভাঙে না। জামাল ভাই বলেন– তারে ডাকতে ডাকতে গলার রগ ছিঁড়া ফেলতে পারবা। কাজের কাজ কিছুই হইবো না। বাদ দেও তার চিন্তা। ডাকাইতের চিন্তা করো। সিদ্ধান্ত কী? থাকবা আরও?

জামাল ভাইয়ের প্রশ্নটা বুঝতে পারেন না মুসা ভাই। তাই তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। এবার তিনি বলেন– আমি জিগাইলাম

এইখানে কি আরও কিছুক্ষণ থাকবা নাকি চইলা যাইবা। আমার তো মনে হয় চইলা যাওয়াই উচিত। তুমি জানো কিনা জানি না, ডাকাইতরা কিন্তু খুব চালাক। পাড়ার লোকজন ঘুমায়া আছে নাকি জাইগা আছে, সেইটা তারা আগেভাগেই বুঝতে পারে। আর এইখানে যে দুই দুইটা পাড়ার মানুষ বড় বড় অস্ত্র লইয়া রেডি আছে, তুমি কি মনে করছো তারা এইটা জানে না? অবইশ্যই জানে।

: যেহেতু জানে, এই জন্য তারা আজ আর আসবে না; এইটাই তো আপনার কথা?

: খালি আমার কথা হইবো কী জন্য? খোঁজ নিয়া দেখো, এইটা সবার কথা।

: আপনাকে কি সবার পক্ষ থেকে বিশেষ প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়েছে?

: তুমি মনে হয় বিরক্ত হইলা?

: বিরক্ত না হওয়ার কোনো কারণ আছে? এখানে আসার আগে কী কথা হয়েছিল?

: কথা তো একটা হয় নাই। অনেকগুলাই হইছিল। তুমি কোনটার দিকে ইঙ্গিত করতাছো?

: কথা অনেকগুলো হলেও ইম্পোর্টেন্ট কথা হয়েছিল হাতে গোনা কয়েকটা। এর মধ্যে একটা ছিল এমন– পুরো রাত পাহারা দিতে হবে। রাত পোহানোর আগে বাড়ি যাওয়ার কথা মুখেও আনা যাবে না। কী, মনে পড়েছে?

জামাল ভাই জবাব দেন না। তিনি সামনে-পেছনে তাকাতে থাকেন। আর তার তাকানোটা এমন, যেন খুব মনোযোগ দিয়ে ডাকাত খুঁজছেন। মুসা ভাই বলেন– রাত এখনও প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বাকি। এই পাঁচ ঘণ্টাই আমরা এখানে থাকবো। পাহারা দেবো। আপনার সামনে রাস্তা দুইটা। যদি আলকাস ভাইয়ের মতো ঘুমাতে

চান, তাহলে জায়গা আছে, ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। আর যদি মনে করেন ঘাসের উপর ভালো ঘুম হবে না, খাট লাগবে, তোশক লাগবে, তাহলে বাড়ি চলে যেতে পারেন। আমরা কেউ বাধা দেবো না।

জামাল ভাই জানান, একা বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে তার নেই। সবাই যখন যাবে, তিনিও তখনই যাবেন। এবার মুসা ভাই জানতে চান ঘাসের উপর ঘুমানোর ইচ্ছে আছে কি না। কিন্তু উত্তর পান না। তিনি বুঝতে পারেন, মানুষটা রাগ করেছেন। হয়তো গালাগালও করছেন মনে মনে। মুসা ভাই তার দুটো রামদা একসঙ্গে রাখেন। তারপর শুয়ে পড়েন আলকাস ভাইয়ের পাশে। হঠাৎ একটা হইচইয়ের শব্দ শোনা যায়।

: অ্যাই, কী হয়েছে? শোয়া থেকে হুড়মুড়িয়ে উঠে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা কাশেম ভাইকে জিজ্ঞেস করেন মুসা ভাই।

: বুঝতে পারতেছি না তো।

: একটু যাও না! দেখো কী হয়েছে।

: আওয়াজটা মনে হয় ঐপাড় থেইকা আসতেছে।

: যে পাড় থেকেই আসুক, যাও তুমি। গেলেই জানতে পারবে।

কাশেম ভাই এগিয়ে যান। আর মুসা ভাই অপেক্ষায় থাকেন কী হয়েছে জানার জন্য।

তিন

কাশেম ভাইয়ের ধারণা সঠিক।

ব্রিজের পশ্চিমপাড় থেকেই আসে আওয়াজটা।

জানা যায়, ভূঁইয়াপাড়ার লোকজন হইচই করেছে সাপ দেখে।

সাপটা তারা মারার চেষ্টাও করেছিল। পারেনি। কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে। হয়তো পাশের ঝোঁপের ভেতর। তাই তারা এখন ভয়ে আছে। যদি আবার সাপটা বের হয়ে আসে! যদি কামড় দেয়! এই ভয়ে ইতোমধ্যে কেটেও পড়েছে কেউ কেউ। আর কেউ কেউ সুযোগ খুঁজছে কেটে পড়ার জন্য।

মুসা ভাই অবাক হন। কারণ, আলকাস ভাই উঠে পড়েছেন ঘুম থেকে। তিনি কী যেন খুঁজছেনও। মুসা ভাই তার পাশে বসেন। জানতে চান কী খুঁজছেন। তিনি বলেন– কিচ্ছু খুঁইজা পাইতাছি না। কই গেলো?

: কিন্তু কী পাচ্ছেন না সেটা তো বলবেন?

: বালিশও পাইতাছি না। কোলবালিশও পাইতাছি না।

: আপনার কি মনে হচ্ছে বালিশ আর কোলবালিশ ডাকাতরা নিয়ে গেছে? অনেক কষ্টে হাসি চেপে প্রশ্নটা করেন মুসা ভাই।